X ফাইল

চিফ হুইপ পুত্র পবন

আহসান কবীর ও খন্দকার তানভীর জামিল

পুরনো ঢাকার সন্ত্রাসী পবন বাহিনীর প্রধান পবনের পুরো নাম খন্দকার আক্তার হামিদ। তার পিতা খন্দকার দেলোয়ার হোসেন বর্তমান জাতীয় সংসদে চারদলীয় ঐক্যজোট তথা সরকারি দলের চিফ হুইপ। গত ২৩ বছর ধরে পুরনো ঢাকার আরমানিটোলায় ১০৩ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের 'সাহেরা ভিলা' নামের বাড়িতে চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন সপরিবারে বসবাস করছেন। তার স্ত্রী বেগম সাহেরা হোসেন সম্প্রতি একটি দৈনিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সাহেরা ভিলায় একটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণাধীন। নাম দেয়া হয়েছে 'সাহেরা টাওয়ারস'। এর কয়েকশ' গজ দূরেই খাজা আয়রন মার্কেট। প্রায় ৭০টি দোকানে পুরনো লোহা লক্কড় বেচা-কেনা হয়। এর অধিকাংশই টেন্ডারে বাংলাদেশ রেলওয়েসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের জন্য ভেঙে ফেলা বাসাবাড়ি থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেনা হয়।

এছাড়া মিটফোর্ড সংলগ্ন এই এলাকায় রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ কেমিক্যাল মার্কেট। এসি রায় রোড, অহিউল্লাহ রোড, ডিসি রায় রোড, গোবিন্দ দাস লেন, আবুল হাসনাত রোড, কসাইটুলির বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই মার্কেটে বিক্রি হয় ওষুধ ও পারফিউম তৈরির কাঁচামাল। সারা বাংলাদেশে এই মালামাল পৌঁছানোর জন্য ২০-৩০টি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির অফিস আছে এখানে। মূলত পিকআপ ভ্যানে করে মাল আনা-নেয়া করা হয়। পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় দুই শতাধিক পিকআপ ভ্যান ও ট্রাক এই এলাকার পণ্য পরিবহনের সঙ্গে জড়িত। স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের সর্ববৃহৎ কেমিক্যাল ও পারফিউম মার্কেট, খাজা আয়রন মার্কেট এবং পরিবহন ব্যবসা চাঁদাবাজির জন্য যেকোনো সন্ত্রাসী বাহিনীর জন্য অতি লোভনীয়-উর্বর ভূমি। অভিযোগ উঠেছে অবৈধ আয়ের উৎস হিসেবে এই উর্বর ভূমির একচ্ছত্র অধিপতি বর্তমান চিফ হুইপ পুত্র পবন এবং তার নামে গড়ে ওঠা পবন বাহিনীর চাঁদাবাজি এতোদিন নীরবে চলেছে।

পাপ কখনো চাপা থাকে না। এই সূত্র ধরেই পবন বাহিনীর অপকর্মের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। তবে গত আওয়ামী লীগের শাসনামলে তৎকালীন সরকার দলীয় চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লার পুত্র সাদেক আবদুল্লার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান সরকারি দলের চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্র খন্দকার আক্তার হামিদ ওরফে পবনের সন্ত্রাসী বাহিনীর জন্ম দেয়া এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠায় সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট তথা সরকারি দলের চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্র পবন ও তার বাহিনীর অত্যাচারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ঘটনাটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই একটি ব্যতিক্রম ঘটনা।

সরেজমিন ঘুরে ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলার সময় তারা অভিযোগ করেন, গত কয়েক মাস ধরে সন্ত্রাসী পবন বাহিনী ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পবন সরকারি দলের চিফ হুইপের ছেলে হওয়ায় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা কারো মাথায় আসেনি। কারণ, 'আমাগো ঘাড়ে তো আর দুইটা মাথা না। তাই চুপ কইরা খিচ্চা হজম করছি'- বলেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ-মাদক ব্যবসায়ী কাম নেশাখোরদের নিয়ে চাঁদাবাজিতে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিফ হুইপ পুত্র পবন- এ অভিযোগ এই এলাকার সাধারণ মানুষের। তার সহযোগী হিসেবে রয়েছে কেপি ঘোষ লেনের মরহুম ফকির উদ্দিনের পুত্র সাইফুল, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের নাহিদ, একই রোডের বাসিন্দা মরহুম ইসমাঈলের পুত্র মোঃ সোলায়মান, মোঃ জিয়ার ছেলে রাজিব, মরহুম শোভা মিয়ার ছেলে বুলবুল, বাগডাসা লেনের দিদার, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের লিংকন, কসাইটুলির মকবুল, এই এলাকার পান্না, ঝন্টু, মাইনু, পেয়ারা, মোস্তফা মোঃ জাহাঙ্গীর।

খাজা আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বলেছেন, পবন বাহিনী জুন মাসে লেদু আয়রন স্টোরের মালিক মোঃ লেদু মিয়ার কাছ থেকে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এর কয়েক দিন পরেই আয়রন মার্কেটের ৭০টি দোকানের প্রত্যেক মালিকের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা চাঁদা দাবি করে পবন। ব্যবসায়ীরা সাহস সঞ্চয় করে টাকা চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে পবন তাদের বলে, এই সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে একটি বাচ্চার অপারেশন (ওপেন হার্ট সার্জারি) করা হবে। খাজা আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে দেখা করেন চিফ হুইপের আরেক ছেলে ও পবনের বড় ভাই খোন্দকার আব্দুল হামিদ ডাবলুর সঙ্গে। ডাবলু সবকিছু শুনে উল্টো তার ছোট ভাই পবনের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, ভালো কাজের জন্যই তো টাকা চেয়েছে। কিছু টাকা দিয়ে দিলেই তো পারেন। ব্যবসায়ীরা আরো বলেন, ডাবলুর সঙ্গে দেখা করার ঘটনা শুনে পবন ও তার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গত ২৮ জুলাই

গত কয়েক মাস ধরে সন্ত্রাসী পবন বাহিনী ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পবন সরকারি দলের চিফ হুইপের ছেলে হওয়ায় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা কারো মাথায় আসেনি। কারণ, 'আমাগো ঘাড়ে তো আর দুইটা মাথা না। তাই চুপ কইরা খিচ্চা হজম করছি'- বলেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ-মাদক ব্যবসায়ী কাম নেশাখোরদের নিয়ে চাঁদাবাজিতে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিফ হুইপ পুত্র পবন- এ অভিযোগ এই এলাকার সাধারণ মানুষের

’০৪ বিকেলে ক্ষুব্ধ পবন তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয় খাজা আয়রন মার্কেটে। এই মার্কেটের সেলিম আয়রন স্টিলের মালিক মোঃ সেলিমের কাছে পবন তাৎক্ষণিকভাবে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় পবনের নেতৃত্বে তার বাহিনী সেলিমকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে দোকান থেকে বের করে নির্মাণাধীন ‘সাহেরা টাওয়ারসে’ নিয়ে সোয়া তিন ঘণ্টা আটকে রাখে। সেলিম এই প্রতিবেদককে বলেন, এ সময় পবন ও তার সঙ্গীরা আমার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় এবং বারবার ১ লাখ টাকা দাবি করে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে দুই কানে আঘাত করা হয়। আমি এখন কানে কম শুনি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে আমি ৩০ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করলে রাত সাড়ে আটটার দিকে আমাকে ছাড়া হয়। পবন বাহিনীর অত্যাচারে মারাত্মকভাবে আহত মোঃ সেলিমকে নিউ ঢাকা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ৬ দিন ক্লিনিকে থাকার পর সেলিম সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গত ৫ আগস্ট কোতোয়ালি থানায় বাদী হয়ে মামলা (নং ১০১) দায়ের করেন। দ্রুত বিচার আইনে সেলিমের মামলাটি গ্রহণ করা হয়। তবে বিভিন্ন মহলের চাপে এজাহারে পবনকে আসামি করা যায়নি। এবং নির্যাতনের স্থান হিসেবে চিফ হুইপের বাড়ি ‘সাহেরা টাওয়ারস’-এর নামও উল্লেখ করতে পারেননি সেলিম। তবে পবনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা অপকর্ম করেছে বলে এজাহারে উল্লেখ করেছেন সেলিম। গত ৭ আগস্ট পুলিশ পবনের দুই সহযোগী ঝন্টু ও জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করে।

চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জনমত তৈরির উদ্যোগ নেয় খাজা আয়রন মার্কেট মালিক সমিতি। তারা স্থানীয় ৬৭ নং ওয়ার্ড কমিশনার মোঃ আজিজুল্লাহসহ পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের কমিশনার বাদল, ৬৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার রফিক, ৭৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার মোহন, আলু বাজার এলাকার আহমদ কমিশনার ও ওয়ারীর লিয়াকত কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন। ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল হিসেবে গত ৭ আগস্ট আরমানিটোলার খাজা আয়রন মার্কেট এলাকায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশের ডিসি (দঃ) খান সাঈদ হাসান। এতে ৬টি ওয়ার্ডের কমিশনাররা ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানান। খাজা আয়রন মার্কেট মালিক সমিতির সভাপতি হাজী মোঃ শাহাজাহান মোড়লের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত এই সভায় ব্যবসায়ীরা বলেন, চিফ হুইপের পুত্র খন্দকার আক্তার হামিদ ওরফে পবন ও তার বাহিনী হাতে তারা জিম্মি হয়ে পড়েছে।

সাহেরা ভিলায় একটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণাধীন। নাম দেয়া হয়েছে ‘সাহেরা টাওয়ারস’। এর কয়েকশ’ গজ দূরেই খাজা আয়রন মার্কেট। প্রায় ৭০টি দোকানে পুরনো লোহা লক্কড় বেচা-কেনা হয়। এর অধিকাংশই টেন্ডারে বাংলাদেশ রেলওয়েসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের জন্য ভেঙে ফেলা বাসাবাড়ি থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেনা হয়

চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করা যাচ্ছে না। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে হুমকি ও মারধর করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই প্রতিবাদ সভায় কোতোয়ালি থানার ওসি এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়।

এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা শুনে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে তার বাসায় ডেকে পাঠান চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। তিনি ৯ আগস্ট দুপুরে, ১০ আগস্ট বিকালে এবং ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় অর্থাৎ মোট তিন দফা বৈঠক করেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এই বৈঠকে চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন জানতে চান পবনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগটি তাকে না জানিয়ে কেন প্রতিবাদ সভা ডাকা হলো। এ সময় ব্যবসায়ীরা তাকে জানায়, পবনের বড় ভাই ডাবলুকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে কোনো ব্যবস্থা তো নেয়ইনি উল্টো পবনের পক্ষে সাফাই গায়। চিফ হুইপের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন ব্যবসায়ী এই প্রতিবেদককে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পর্কে চিফ হুইপ কথায় কথায় আমাদের জানান, তার এক আত্মীয়ের বাসার কাজের বুয়ার ছেলে অসুস্থ। তাকে বাঁচাতে হলে ‘ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হবে এবং এজন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা ক্ষোভের সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন সাহেবও তো বড়লোক মানুষ। তিনি টাকা দেন না কেন?’ ব্যবসায়ীরা আরো জানান, চিফ হুইপের সঙ্গে আলোচনার পরও তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এদিকে সন্ত্রাসীরা প্রায় প্রতিদিনই ব্যবসায়ীদের হুমকি ধমকি দিচ্ছে। কিন্তু পুলিশ নাকি তাদের খুঁজে পায় না। গত ২৪ আগস্ট সন্ধ্যায় পবন বাহিনীর সদস্যরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খাজা আয়রন মার্কেটে হাজির হয় এবং পবনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কিলার সাইফুল চিৎকার করে ব্যবসায়ীদের হুমকি দিয়ে বলে, সেলিমের (৫-৮-০৪) দায়ের করা দ্রুত বিচার আইনের মামলায় আমাদের কারো যদি সাজা হয়, তাহলে তোদের প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করা হবে। খাজা আয়রন মার্কেট পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় একটি জিডি (নং ১৫৬৪) করা হয়েছে। এদিকে পবনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করা হয় চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের বাসায়। কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবল জানায়, চিফ হুইপ সপরিবারে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন।

বর্তমানে খাজা আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা পবন বাহিনীর সন্ত্রাস বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তবে ব্যবসায়ীরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। পিছু হটার কোনো জায়গা নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো এবং ইনশাল্লাহ আমরাই জিতবো।